যুগান্তর

তারিখ ... 1 FEB 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চাকরি জাতীয়করণে ৪০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজনের হিসাব ভুয়া

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের অন্যতম বড় মোর্চা 'শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট' ফের দাবি করেছে, চাকরি জাতীয়করণে বর্তমান বরাদ্দের তুলনায়, বাড়তি কোন অর্থই প্রয়োজন হবে না। অথচ শিক্ষামন্ত্রী কোন সমীক্ষা ছাড়া আনুমানিক 'এক ভুয়া হিসাবের মাধ্যমে ৪০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজনের তথ্য প্রকাশ করেন। এখানেই শেষ নয়, বিষয়টি তিনি জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেও তুলে ধরাতে সক্ষম হন। এ ঘটনায় যেমন শিক্ষক সমাজ ব্যথিত ও হতাশ, তেমনি শিক্ষামন্ত্রী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রধানমন্ত্রীরও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। বৃহস্পতিবার সংগঠনের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে শিক্ষক সমাজ খুবই ব্যথিত ও হতাশ। চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে সরকারের কাছ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে ধর্মঘটের মতো পর্যায়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। অবস্থান ধর্মঘটের আগেও প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিবকে পত্র দেয়া হয়। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, বর্তমানে শতভাগ বেতন দেয়ার পর আর কত টাকা ভাতা বাবদ দিতে হবে, স্কুলগুলোর আয় থেকে কি পরিমাণ সরকারের কোষাগারে জমা হবে— এরপর আর কত টাকা লাগবে, তা হিসাবে নেয়া হয়নি। বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা মূল বেতনের শতভাগ সরকার থেকে পাচ্ছেন। শতভাগ বেতনের জন্য যেখানে প্রায় ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা দরকার সেখানে শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, বোনাস কিভাবে ৪০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন সেটা শিক্ষকরা সরকারের কাছ থেকে পরিষ্কার ব্যাখ্যা চান। চাকরি জাতীয়করণের জন্য সরকারের কাছ থেকে কোন অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন নেই। বর্তমানে সরকার শিক্ষকদের যে টাকা দেন তার সঙ্গে প্রায় দুই হাজার পাঁচশত কোটি টাকা হলেই চাকরি জাতীয়করণ সম্ভব। সরকার প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ ছাত্রছাত্রীর বেতন, সেশন চার্জ, রিজার্ভ ফান্ড, সাধারণ তহবিল ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা পাবে। চাকরি জাতীয়করণের পরও সরকারের এক হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের দাবি